Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.126-129
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

তপোবন: শিক্ষার আলোকে

শশাঙ্ক দুলে
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, শিক্ষা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

This abstract delves into the concept of Tapavan, a term rooted in ancient Indian philosophy that emphasizes the nurturing of knowledge and wisdom. Through the lens of education, this abstract explores the multifaceted dimensions of Tapavan, highlighting its relevance in contemporary times.

Drawing inspiration from the Vedic tradition, Tapavan embodies a sacred grove where seekers engage in self-discovery and intellectual growth. In the context of education, Tapavan symbolizes an environment conducive to holistic learning, fostering the development of not only cognitive skills but also emotional intelligence, ethical values, and a sense of interconnectedness.

The abstract analyzes how the principles of Tapavan can be applied in modern educational systems, emphasizing the importance of creating inclusive, learner-centered spaces that encourage critical thinking, creativity, and a deep understanding of diverse subjects. It underscores the need to balance technological advancements with the timeless wisdom embedded in Tapavan, promoting lifelong learning and a harmonious relationship with oneself, others, and the environment.

By exploring Tapavan in the context of education, this abstract highlights its potential to shape compassionate,g well-rounded individuals who contribute positively to society and the global community.

Keywords: Development of creativity, wisdom, Education, Glorious, Harmonious.

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল নির্দিষ্ট ও গতিশীল। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজ জীবনের বিচিত্র প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে নিয়ন্ত্রিত হত। আদিবৈদিক শিক্ষা ছিল বেদভিত্তিক। তাই হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রত্যেকটি স্তরে ধর্মীয় জীবনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ধর্মই ছিল প্রাচীন ভারতীয় জীবনের প্রাণশক্তি। বৈদিক যুগে ঋষিগণ তারা তাদের জীবন সাধনার দ্বারা পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং সেই সত্যের আলোকে ভারতীয় শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তৎকালীন মুনি ঋষিদের কথা থেকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়। এবং প্রাচীন ভারতের গৌরবময় শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পদ্ধতি বর্তমান যুগে কতটা গ্রহণযোগ্য, সেই যুগের শিক্ষার আদর্শ ও শিক্ষা

পদ্ধতিকে অনুসরণ করে বা যুগোপযোগী সংস্কার করে বর্তমান শিক্ষা সমস্যা কতটা সমাধান করা সম্ভব তা স্থির করতে হলে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসকে জানতে হবে।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি ও শিক্ষা দীক্ষার যে কটি উপাদান সৃষ্ট তপোবন তাদের মধ্যে অন্যতম। যে তপোবনের শুচী শুভ্র পরিবেশের মধ্যে এক দিক ঋষিদের উদাত্ত কণ্ঠে বেদের মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল, যে তপোবনে একদিন আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত ভারতবর্ষে সভ্যতার আলোক বিকিরণ হয়েছিল, যে তপোবন একদিন ধর্ম-দর্শন এর কেন্দ্রস্থল,অতীতের সেই তপবনের প্রতি প্রাচীন ভারতীয় কবিগণ অনাবিল শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন এটাই স্বাভাবিক। ইতিহাস দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে যে বিশ্বের মানুষ যখন ধর্মান্ধতা,অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সভ্যতার সূর্যালোক যখন পৃথিবীর অন্য অংশে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি, সেই সময়ে ভারতের জ্ঞানী ঋষিগণ তপোবনের কুটিরে বসে বিশ্ব বিধাতার মহত্ব ও বিশালতা উপলব্ধির সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রকৃতি ও সৃষ্টির রহস্য ভেদ করার কঠিনতম কার্যে তারা ব্রতী ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ‘‘তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে, সেটি শান্ত রস। শান্ত রস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস।’’ যেমন সাতটি বর্ণ রশ্মি মিলে গেলে তার সাদা রং হয়। তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানা ভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভরে ফেলে তখনই শান্ত রসের উৎপত্তি হয়। এইরকম একটি শান্ত পরিবেশে শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রক্রিয়া শুরু হতো।

তাই তপোবনকে কেন্দ্র করে যেহেতু ভারতের সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল সেই জন্য বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেয়েছেন-

‘‘প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞান ধর্ম কত কাব্য কাহিনী।’’

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তপোবনের শিক্ষা ব্যবস্থা। যেখানে নগরের কৃত্তিমতা ও কোলাহলের বাইরে নির্জন প্রকৃতির সান্নিধ্যে যে পরিবেশ সৃষ্টি হতো সেই পরিবেশেই ছিল শিক্ষার প্রকৃত পরিবেশ। কিন্তু প্রাচীন ভারতে আদর্শ তীর্থক্ষেত্র বা প্রসিদ্ধ নগরে যে শিক্ষা কেন্দ্র ছিল না তা নয়,তক্ষশীলা বা বারানসী প্রভৃতি স্থানগুলি হিন্দু শিক্ষার কেন্দ্র রূপে খ্যাতি লাভ করেছিল। তবে তপোবনের শিক্ষাকেই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ রূপে গৃহীত হত। উচ্চ ভাবাদর্শে পরিচালিত হয়ে তপোবনের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনকে তারা শিক্ষার্থীর বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদগন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিদ্যালয়গুলিকে যতটা সম্ভব কোলাহল মুখর শহর থেকে দূরে সরিয়ে আনবার কথাই চিন্তা করেছিলেন। তাই দেখা যায় প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ পল্লীপ্রকৃতির মনোরম পরিবেশের মধ্যেই স্থাপিত হয়েছিল বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী ও হরিদ্বারে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়, রাধাকৃষ্ণন কমিশনের গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষা আদর্শের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ছিল গুরুকুল কেন্দ্রিক, গুরুদের প্রজ্ঞার আলোকে শিক্ষার প্রথম বিকিরণ হয়। মহাভারতে উল্লিখিত আছে পিতা মাতার থেকে আমরা দেহটি পেয়েছি। গুরুর কাছ থেকে পেয়েছি তা পবিত্র ধ্বংস হীন,অমর। নিয়ম ছিল প্রতিদিন গুরুকে প্রণাম করে শিক্ষার্থী পড়তে বসবেন। গুরুর নিন্দা করা

বা মিথ্যা কথা বলা ছিল মহাপাপ।এমন কি গুরুর সম্মুখে হাস্য পরিহাস,পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকা, আঙুল মটকানো প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল। গুরুগৃহে থাকাকালীন নানাবিধ কাজে কখনো ক্রোধান্বিত হবে না।যেমন গুরুর গৃহ রক্ষা,যজ্ঞের জন্য সমিধ আহরণ, গোপালন গুরু পরিবারের অন্যদের সেবা প্রভৃতি ছিল দৈনন্দিন পালনীয় কর্তব্য। আর ভিক্ষা ছিল ব্রহ্মচারীর পালনীয় কর্তব্য এর মাধ্যমে বিনয় ও নম্রতার শিক্ষা প্রদান করা হতো।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সবচেয়ে আকর্ষণের দিক হচ্ছে গুরু শিষ্যের মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরু শিষ্যের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠত তা যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুকরণযোগ্য। প্রাচীন ভারতে শিক্ষকতা বৃত্তি ছিল না ছিল জীবনের কঠোর ব্রত। তাই শিক্ষাদানকে আচার্য পবিত্র সামাজিক কর্তব্য বলেই মনে করত। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে টাকা-পয়সার লেনদেনের সম্পর্ক ছিল না, ছিল পিতা পুত্রের সম্পর্ক। শিক্ষার্থীকে পরিবারের একজন সদস্য রূপেই গ্রহণ করা হত। গুরু শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তা বোধের ভিতর দিয়ে শিক্ষা ধারা সজীব দেহের শোণিত স্রোতের মতো চলাচল করতে পারে। বিদ্যালয়ে আচার্যের জীবনাদর্শ ছিল শিক্ষার্থীর সকল কাজের প্রেরণা। শিক্ষার্থী যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে জ্ঞান আহরণ করবে, তেমনি শিক্ষক শ্রদ্ধার সঙ্গে জ্ঞান বিতরণ করবেন। আর যেখানে সেই সম্পর্ক নেই সেখানে আদান-প্রদানের সম্পর্ক কলুষিত হয়ে উঠে।

জীবন সার্থক রূপায়ণ ও পরিপূর্ণ বিকাশে প্রাচীন শিক্ষার অবদান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন ‘‘আমার মনে হয়েছিল জীবনের কি লক্ষ্য?’’ এই প্রশ্নের উত্তর যেন শিক্ষার মধ্যে পেতে পারি। আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীতে তার আভাষ পাওয়া যায়। তপোবনের বিচিত্র তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে যে শিক্ষা সাধনা আছে তাকে আশ্রয় করে শিক্ষক ও ছাত্র জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছিল।

শুধু পরা বিদ্যা নয়, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত,ব্যাকরণ,ছন্দ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি আমরা বিদ্যার অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে যেমন প্রাচীনকালে গুরু শিষ্য একই সাধন ক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিল, তেমনি সহযোগিতার সাধনাবাদি এখানে হয় তবেই শিক্ষার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটবে।’’এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়,কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল কলেজ পরীক্ষা পাস করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে‘-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর ক্ষীন যোগসূত্রকে দৃঢ় করে তুলতে পারলে শিক্ষা জগতকে বহু ব্যাধি থেকে মুক্ত করা সম্ভব বলে শিক্ষাবিদগণ মনে করে থাকেন। আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের সংস্পর্শে তার চরিত্রের প্রভাব অনিবার্য রূপেই শিক্ষার্থীর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে বাইরের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখত। আজকের দিনেও ছাত্র শিক্ষকের যোগাযোগ গভীর হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে তাই নয়, শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা পেলে শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্রের মান ও শিক্ষার মান উভয়ই উন্নত হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. ঘোষ রনজিৎ(২০১৪): যুগে যুগে ভারতের শিক্ষা,শোভা প্রকাশনী।

২. ভক্তা ভূষণ ভক্তি(২০১১): ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা, অ আ ক খ প্রকাশনী।
৩. বন্দোপাধ্যায় অর্চনা (২০১৭): শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষা নীতি।
৪. পাল কুমার অভিজিৎ (২০২০): শিক্ষা দর্শনের রূপরেখা, ক্লাসিক বুকস্ প্রকাশনী।